بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ৭ই আগষ্ট, ২০২৬ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থ মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর জীবনচরিত বর্ণনার ধারাবাহিকতায় আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের আরও কিছু দৃষ্টান্ত ও উপদেশ বর্ণনা করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, জলসার পূর্বে আমি মহানবী (সা.)-এর কৃতজ্ঞতার মান, ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত এবং উপদেশাবলীর উল্লেখ করেছিলাম। সেই ধারাবাহিকতায় আজও কিছু বিষয় বর্ণনা করব। আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে তিনি (সা.) তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়েও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, **আল্লাহ্ তাঁর বান্দার কাজে তখন সন্তুষ্ট হন যখন সে এক লোকমা খাবার খেলে অথবা এক ঢোক পান করলেও আল্লাহ্‌র হামদ বা প্রশংসা করে।** হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, একদিন মহানবী (সা.) বাড়িতে প্রবেশ করে রুটির একটি টুকরো পড়ে থাকতে দেখেন। তিনি (সা.) রুটির টুকরোটি তুলে পরিষ্কার করেন এবং তা খেয়ে নিলেন। অতঃপর বলেন, **হে আয়েশা! মূল্যবান বস্তু বা নিয়ামতের কদর করো। রিযিকের এই নিয়ামত যখন কোনো জাতির কাছ থেকে চলে যায়, তখন তা আর তাদের কাছে ফিরে আসে না।** এটি ছিল তাঁর (সা.) ব্যবহারিক আদর্শ। প্রতিটি ছোটো ছোটো বিষয়ে আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন এবং পরিবারের সদস্যদের উপদেশ প্রদান করতেন। আমরাও যদি রিযিক বা জীবিকায় কল্যাণ লাভের আকাঙ্ক্ষা রাখি, তাহলে আমাদেরও আল্লাহ্ তা'লার প্রতিটি ছোটো থেকে ছোটো অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, মক্কা বিজয়ের দিন মহানবী (সা.) হযরত উম্মে হানী (রা.)-র বাড়িতে যান। তিনি (সা.) ক্ষুধার্ত ছিলেন তাই জিজ্ঞেস করেন, তোমার ঘরে আমার খাওয়ার মতো কিছু আছে কী? তিনি বলেন, শুকনো রুটির টুকরো ছাড়া আমার কাছে আর কিছুই নেই। আপনার সেবায় তা পেশ করতে আমার লজ্জা লাগছে। তিনি (সা.) বলেন, সেটিই নিয়ে এসো। অতঃপর তিনি (সা.) রুটির শুকনো টুকরোগুলো পানিতে ভিজিয়ে নরম করেন। এরপর জিজ্ঞেস করেন, কোনো তরকারি আছে কী? তিনি নিবেদন করেন, সামান্য সিরকা ছাড়া আর কিছুই নেই। তিনি (সা.) বলেন, নিয়ে আসো। তিনি (সা.) তা নিজের খাবারের ওপর ঢালেন এবং আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, সিরকা কতই না উৎকৃষ্ট তরকারি! সেই ঘর কখনো দরিদ্র হয় না যে ঘরে সিরকা থাকে।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, এই ছিল তাঁর (সা.) কৃতজ্ঞতার মান। আমরা যারা এসব উন্নত দেশে বসবাস করি এবং আল্লাহ্ তা'লার অসংখ্য নিয়ামত থেকে কল্যাণ লাভ করি, তা সত্ত্বেও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করি না। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, **তোমাদের শরীরে কখনো কোনো ছেঁড়া কাপড় থাকলে তোমরা কাঁদতে শুরু করে দাও এবং বলো, আমাদের কতই না মন্দ কপাল যে আমাদের পরিধানের জন্য ছেঁড়া কাপড় রয়েছে আর অমুক অমুক অভাব বিদ্যমান! কিন্তু ছেঁড়া কাপড় পেলেও আল্লাহ্ তা'লার দরবারে সাহাবীদের (রা.) মাথা নত হয়ে যেত। তাঁরা বলতেন, কত চমৎকার কাপড় যা আমাদের খোদা আমাদের দান করেছেন! তাঁরা যদি চার দিন পর শুকনো রুটির একটি টুকরোও পেতেন, তথাপি আনন্দে তাঁদের চোখ দীপ্তিমান হয়ে যেত এবং তাঁরা বলতেন, 'আলহামদুলিল্লাহ্'।**

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এরপর জামা'তভুক্ত সদস্যদের সম্বোধন করে বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের মধ্যে এই অনুভূতি সৃষ্টি না হবে যে, খোদা তোমাদের কোন্ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন... ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আর কী কাজ করবে? খোদা তা'লা তোমাদের এমন এক স্থানে দাঁড় করিয়েছেন যে, তোমাদের হৃদয় সর্বদা খুশিতে আত্মহারা থাকা উচিত এবং তোমাদের মধ্যে সার্বক্ষণিক সতর্কতা ও বুদ্ধিমত্তা পরিলক্ষিত হওয়া উচিত। যদি এই বিষয় তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে যায়, তবে তাৎক্ষণিকভাবে তোমাদের মধ্যে এমন শক্তি সৃষ্টি হবে যে স্বল্প থেকে স্বল্পতম খাদ্যও তোমাদের যোগ্য করে তুলবে।

হুযূর (আই.) বলেন, এটিই সেই ব্যবস্থাপত্র যা সাধারণভাবে প্রত্যেক আহমদীর এবং বিশেষভাবে জীবন উৎসর্গকারীদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মানকে উন্নত করার জন্য কাজে লাগানো উচিত। একইভাবে নিজের স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যেও এই উপলব্ধি সৃষ্টি করার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ যে উদ্দেশ্যে ওয়াক্‌ফে যিন্দেগীগণ নিজেদের উৎসর্গ করেছেন তা অত্যন্ত মহান আর মহান উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে মহান উদ্দেশ্য অর্জনকারীদের দৃষ্টান্ত চোখের সামনে থাকা উচিত।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) বলেন, **মহানবী (সা.) যখন পানি পান করতেন, তখন পাত্র থেকে মুখ সরিয়ে তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করতেন। প্রত্যেক শ্বাসে আল্লাহ্‌র প্রশংসা জ্ঞাপন করতেন এবং শেষ নিঃশ্বাসে আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন।**

হুযূর আনোয়ার (আই.) সহীহ্ বুখারী থেকে হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-র একটি বিশদ ঘটনা উপস্থাপন করেন, যাতে তিনি চরম ক্ষুধার্ত অবস্থায় একদিন পথের ধারে বসে পথচারীদের কাছে পবিত্র কুরআনের সেই আয়াতের অর্থ জিজ্ঞেস করতে থাকেন যাতে এমন ক্ষুধার্ত, যারা যাচনাকারী নয় তাদের খেয়াল রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি পর্যায়ক্রমে হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.)-র কাছে এর অর্থ জিজ্ঞেস করেন, কিন্তু তাঁরা আবু হুরায়রার অবস্থা বুঝতে পারেননি, বরং কেবলমাত্র আয়াতের অর্থ বলে দিয়ে চলে যান। কিন্তু যখন মহানবী (সা.) তাকে এই অবস্থায় দেখেন তখন তিনি (সা.) মুচকি হাসেন এবং বলেন, আমার সাথে এসো। অতঃপর তিনি (সা.) নিজের ঘর থেকে তাকে একটি দুধের পেয়ালা এনে দেন এবং বলেন, আহলে সুফফার কাছে যাও এবং তাদেরকে দুধ পান করাও। আবু হুরায়রা বলেন, এতটুকু দুধ আহলে সুফফার কী কাজে লাগবে? বরং আমার এখান থেকে দুধ পান করার বেশি অধিকার রয়েছে, যাতে আমি কিছুটা শক্তি অর্জন করতে পারি। যাহোক, আবু হুরায়রা (রা.) মহানবী (সা.)-এর আদেশ পালনার্থে তাদেরকে ধারাবাহিকভাবে দুধ পান করাতে থাকেন আর দুধের সেই ছোট্ট পেয়ালায় এমন বরকত সৃষ্টি হয় যে, সবাই তৃপ্ত হয়ে দুধ পান করার পরও সেই পেয়ালায় দুধ অবশিষ্ট থেকে যায়। এরপর মহানবী (সা.) আবু হুরায়রাকে দুধ পান করতে বলেন। তিনি তৃপ্তি সহকারে দুধ পান করেন। মহানবী (সা.) কয়েকবার তাকে দুধ পান করতে বলেন যার ফলে তাঁর পেট পরিপূর্ণভাবে ভরে যায়। অতঃপর তিনি (সা.) সেই দুধের পেয়ালাটি নিয়ে সর্বপ্রথমে আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং পরিশেষে অবশিষ্ট দুধ পান করেন।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, **যার প্রতি অনুগ্রহ করা হয় সে যেন এর প্রতিদান দেয় আর যদি তার এই সামর্থ্য না থাকে তাহলে সে যেন কমপক্ষে ওই অনুগ্রহের উল্লেখ লোকদের সামনে করে। কেননা যে অনুগ্রহের উল্লেখ করে সে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে আর যে কৃত্রিমভাবে নিজেকে বড়ো মনে করে অথচ তার সেই যোগ্যতা নেই তাহলে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে মিথ্যার দুটি পোশাক পরিধান করে থাকে।**

মহানবী (সা.) সর্বদা অনুগ্রহকারীদের স্মরণ রাখতেন এবং উত্তম পন্থায় তাদের কথা উল্লেখ করতেন। উদাহরণস্বরূপ হযরত খাদীজা (রা.)-র কথা সর্বদা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতেন।

একইভাবে হযরত আবু বকর (রা.)-র কথাও সর্বদা উত্তম পন্থায় স্মরণ করতেন। এছাড়া আবিসিনিয়ার বাদশাহ্ নাজ্জাশী যেহেতু অত্যাচারের যুগে মুসলমানদের আশ্রয় দিয়েছিলেন তাই তিনি (সা.) সেই বাদশাহ্‌র এই অনুগ্রহ সর্বদা মনে রাখতেন এবং সুযোগ পেলেই এই অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করতেন। খায়বারের যুদ্ধের পর ফিরতি পথে হযরত সাফিয়্যা (রা.)-র সাথে মহানবী (সা.)-এর বিয়ে সম্পন্ন হয়। বিয়ের রাতে হযরত আবু আইয়্যুব আনসারী (রা.) সারারাত তাঁর তাবুর বাইরে পাহাড়া দেন। যখন তিনি (সা.) সকালে জাগ্রত হন এবং তাকে পাহারা দিতে দেখেন, তখন তার নিষ্ঠা দেখে তিনি (সা.) তার জন্য দোয়া করেন, **হে আল্লাহ্! তুমি আবু আইয়্যুবকে ঠিক তেমনিভাবে সুরক্ষা করো, যেভাবে সারারাত সে আমার সুরক্ষার জন্য পাহারা দিয়েছে।** হযরত আমর বিন আখতাব (রা.) বর্ণনা করেন, একবার মহানবী (সা.) আমার কাছে পানি চান। আমি তাঁর জন্য পানি নিয়ে আসি, তাতে একটি চুল ছিল। আমি সেই চুলটি বের করে দেই। তিনি (সা.) আমার জন্য দোয়া করেন, **হে আল্লাহ্! তাকে সুন্দর বানিয়ে দাও।** হযরত আনাস (রা.)-র জন্য তিনি (সা.) **ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে বরকতের দোয়া করেছিলেন।** যার ফলে হযরত আনাসের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততিতে সীমাহীন বরকত সৃষ্টি হয়েছে।

মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ রাতে নামাযে এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, তাঁর পবিত্র পদযুগল ফেটে যেত। এটি দেখে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি কেন এমন করছেন, অথচ আল্লাহ্ আপনার পূর্বাপর সকল ভুলত্রুটি মার্জনা করেছেন? তিনি (সা.) বলেন, **আমি কি পছন্দ করব না যে, আমি একজন পরম কৃতজ্ঞ বান্দা হই?** তিনি (সা.) নামাযে এমন পরিমাণ কাঁদতেন এবং দণ্ডায়মান থাকতেন যে, তাঁর পা ফুলে যেত। সাহাবীগণ (রা.) জিজ্ঞেস করতেন, আপনি কেন এত ক্রন্দন ও আকুতি-মিনতি করেন? তিনি (সা.) বলতেন, **আমি কি আমার প্রভূর কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?**

হুযূর (আই.) পরিশেষে বলেন, মহানবী (সা.)-এর এই অবস্থা আমাদের কাছে এ দাবি করে যে, আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে নিজেদের কৃতজ্ঞতার মানকে চূড়ান্ত শিখরে উপনীত করি। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার নাম নয়। কৃতজ্ঞতা আমল বা কর্মে আরও উন্নতির দাবি করে। মহানবী (সা.) তাকওয়ার সর্বোচ্চ মানদণ্ডে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাই তিনি (সা.) **আব্দে শাকুর** বা পরম কৃতজ্ঞ বান্দা হওয়ারও সর্বোচ্চ মান অর্জন করেছেন এবং আমাদেরকে উপদেশ দিয়েছেন, যদি আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত বান্দা হওয়ার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হয়, তাহলে তোমরাও 'আব্দে শাকুর' হও। ফলে আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি নিজের কৃপা বহুগুণ বাড়িয়ে দেবেন। আর তোমরা নিজেদের ইবাদতের মান উন্নত করো এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করো। খোদা তা'লার অনুগ্রহরাজির ফলে অলসতা আসা উচিত নয়; বরং ইবাদতের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রকৃত কৃতজ্ঞ বান্দা হওয়ার তৌফিক দিন আর আমরা যেন সর্বদা তাঁর কৃপা ও অনুগ্রহ লাভে ধন্য হতে পারি, আমীন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org-এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)